কথা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষে মহিলাদের সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের মানবসম্পদ রক্ষার্থে এই আইন এক অনন্য মাইলফলক। মহিলাদের ওপর অত্যাচারিতা একবার হলেও ভাববে যে তারা অন্যায় করে পার পাবে না। এই আইন লাগু হওয়ার পরে মহিলাদের প্রতি গৃহহিংসার পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে।

6.3 ভারতবর্ষে জাতীয় মহিলা কমিশন আইন-1990 (The National Commission for Woman Act, 1990)

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে মেয়েদের সুরক্ষা প্রদান, অধিকার আদায়, লিঙ্গবৈষম্য রুখতে, মহিলাদের ওপর অত্যাচার রুখতে এবং প্রতিকার করতে ভারত সরকার বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। মহিলা সম্পর্কিত নানান আইনি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সাধারণ বিচার বিভাগে বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়। মহিলাদের অভিযোগ নেওয়া ও তার প্রতিকার এবং সুরক্ষা প্রদান খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া আশু প্রয়োজন দেখা যায়। সেই মোতাবেক জাতীয় স্তরে মহিলাদের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের আইন প্রণয়ন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে 1990 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় মহিলা কমিশন আইন (National Commission for Women's Act, 1990) অনুসারে 1992 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়েছে।

কমিশনের গঠন পদ্ধতি (Formation of Commission) :

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন ছিলেন জয়ন্তী পটনাইক। জাতীয় মহিলা কমিশন আইন অনুসারে কমিশনে পাঁচজন সদস্য, একজন সদস্য সচিব এবং একজন চেয়ার পার্সন থাকবেন। এঁনারা সবাই হবেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি। চেয়ার পার্সন যিনি হবেন তিনি নারী অধিকার রক্ষায় ব্রতী থাকবেন। সদস্যদের মনোনয়নের ভিত্তি হবে আইন, ট্রেড ইউনিয়নের কাজে বা শিল্প-ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক বিকাশ, সমাজিক উন্নতি অথবা নারী সংস্থায় কাজ করার অভিজ্ঞতা। তবে এই পাঁচজন সদস্যদের মধ্যে অন্তত একজন হবেন তপশিলি জাতিভুক্ত এবং একজন হবেন তপশিলি উপজাতিভুক্ত। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা, সংগঠন ইত্যাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞ একজন সদস্য সচিব এই কমিশনে থাকবেন। সদস্যদের কাজের মেয়াদ তিন বছরের বেশি হবে না—সময়সীমা কেন্দ্রীয় সরকার সেটি স্থির করবেন। জাতীয় মহিলা কমিশন আইন 1990 সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

প্রথম অধ্যায় — প্রারম্ভিক বা Preliminary

1 নং ধারা : সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা : প্রারম্ভিক পর্বে মহিলা কমিশন আইনের শিরোনাম এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কমিশন আইনের শিরোনামটি হল—'The National Commission for Women Act, 1990.' এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া সমস্ত ভারতে সম্প্রসারিত হবে। 30 August, 1990 তারিখ থেকে এটি কার্যকরী হবে।

2 নং ধারা : সংজ্ঞা : এই ধারাতে মহিলা কমিশন আইন, 1990-এর সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। যতক্ষণ না এই কমিশনটি বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী হয় ততক্ষণ এই কমিশনে কাজকর্ম বজায় থাকবে। এই আইনের বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল—

(1) 'কমিশন' বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে 3 নং ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(2) 'সদস্য' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, কমিশনের সকল সদস্য-সচিবকে।

(3) 'নির্ধারিত' বলতে বোঝানো হয়েছে এই কমিশন আইন দ্বারা নির্ধারিত আইনসমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায় — The National Commission for Women

3 নং ধারা : মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশনের সংবিধান (Constitution of the National Commission for Women) : কেন্দ্রীয় আইনবলে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মনোনীত হবেন। এ ছাড়াও পাঁচজন সদস্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মনোনীত হবেন যাঁর

আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে। এ ছাড়াও বলা হয় অন্ততপক্ষে একজন তপশিলি জাতি এবং একজন তপশিলি উপজাতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একজন সম্পাদক থাকবেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মনোনীত হবেন। সম্পাদক হতে গেলে তাঁর ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক কাঠামো অথবা সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা একজন অফিসার থাকবেন যিনি সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পোস্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

» **4 নং ধারা : চেয়ারপার্সন এবং সদস্যদের মেয়াদ ও শর্তাবলি (Term of Office and Conditions of Service of Chairperson and Members) :** জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং প্রতি সদস্যদের মেয়াদকাল অন্ততপক্ষে তিন বছরের বেশি হবে না। চেয়ারপার্সন অথবা কোনো সদস্য লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইস্তফা পত্র জমা করতে পারেন যে-কোনো সময়। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে যে-কোনো সময় চেয়ারপার্সন অথবা সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন যদি ওই ব্যক্তি আইনবিরুদ্ধ কোনো কাজে যুক্ত থাকেন, কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়া দীর্ঘদিন কমিশনে অনুপস্থিত থাকেন, কমিশনের পরপর তিনটি কার্যসভায় অনুপস্থিত থাকেন, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা সরকারের বা জনগণের সম্মানহানি ঘটে।

» **5 নং ধারা : কমিশনের অফিসার এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ (Officers and Other Employees of the Commission) :** কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে অফিসার এবং কর্মীবৃন্দ নিয়োগ করতে পারে কমিশনের প্রয়োজন অনুসারে, যে কমিশনের আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ও দক্ষ কাজ করতে সক্ষম হবে। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাবেন।

» **6 নং ধারা : বেতন এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা (Salaries and Allowances to be Paid out of Grants) :** কমিশনের আইন অনুসারে চেয়ারপার্সন, সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনিক পদাধিকারী ব্যক্তি, অফিসার এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ বেতন, অন্যান্য সুযোগসুবিধা এবং পেনশন পাবেন।

» **7 নং ধারা : শূন্যপদ সংক্রান্ত (Vacancies etc. ... not to Invalidate Proceedings of the Commission) :** কমিশনের কোনো আইন বা কর্মক্ষমতা নেই যেখানে কোনো শূন্যপদ অবলুপ্তি করতে পারে বা নতুন করে তৈরি করতে পারে।

» **8 নং ধারা : কমিশনের কমিটি গঠন (Committees of the Commission):** কমিশন একটি কমিটি নিয়োগ করবে যেখানে উচ্চ কমিটি সময়মতো কমিশনকে

বিভিন্ন সমস্যাগুলি তুলে ধরবে। কমিশনের পাওয়ার ক্ষমতা দেবে যে, কমিটিতে সহ নির্বাচিত সদস্য রাখতে পারবে যিনি কমিশনের সদস্য নন। সে ব্যক্তি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে না। উক্ত ব্যক্তি কমিটির কার্যনির্বাহী উপস্থিত থাকার জন্য নির্ধারিত সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন।

» **9নং ধারা : কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি (Proceedure to be Regulated by the Commission) :** চেয়ারপার্সন সময়, স্থান, প্রয়োজন অনুসারে কমিশন অথবা কমিটির কার্যনির্বাহী সভা ঠিক করবেন। কমিশন তার কার্যপ্রণালী নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং একই রকমভাবে কমিটির কার্যপ্রক্রিয়াগুলিও ঠিক করবে। কমিশনের সমস্ত নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তগুলি সম্পাদক এবং সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয় অথবা কমিশনের অন্যান্য অফিসার, সম্পাদক, সদস্য দ্বারা অনুমোদন করা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায় কমিশনের কাজকর্ম (Function of the Commission)